# তথ্য যাচাই করার উপায়

- যাচাই করুন কৌতুক করার জন্য তথ্যটি আপলোড করা হয়েছে কিনা
- একই তথ্য একাধিক গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক মাধ্যমে নানাভাবে উপস্থাপিত হলে তখনই তথ্যটির সঠিকতা কিংবা দুর্বলতা বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।
- অতিরিক্ত বিস্ময় জাগানিয়া তথ্য বেশি করে যাচাই করতে হবে।
- ফেইক বা ভুয়া ওয়েবসাইট শনাক্ত করতে এর ঠিকানা সঠিক কিনা তা যাচাই করতে হবে।
- আর্টিকেল বা নিউজটি কোন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া তা দেখতে হবে।
- ছবি, স্ক্রিনশট বা অডিও/ভিডিও সম্পাদনা করে তৈরি করা হয়েছে কিনা জেনে নিতে হবে।
- ওয়েবসাইটের সত্যতা জানার জন্য ইউআরএল বা ঠিকানা দেখে নেওয়া ছাড়াও ওয়েবসাইটের 'কন্টাক্ট আস' অংশে মনোযোগ দিয়ে দেখুন।
- ওয়েবসাইটের নাম, লোগো এসব খেয়াল করতে হবে।
- যার প্রোফাইল থেকে আপনি তথ্যটি শেয়ার করবেন সে আসলে কেমন মানুষ, তাকে কি বিশ্বাস করা যায়?
- সেই ওয়েবসাইটের আর কয়েকটা নিউজের হেড লাইন পরে দেখতে পারেন, আপনি নিজেই বুঝে যাবেন এটি আসলে সিরিয়াস সংবাদ নাকি লাইক বাড়ানোর একটি চেষ্টা।
- সংবাদ যদি শুধু একটা ছবি সম্বলিত হয়, কিংবা স্ক্রিনশর্ট হয়, যাচাই করার জন্য কোন লিংক না থাকে বুঝে নিতে হবে এটা ফটোশপ করা ভুয়া সংবাদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি ।
- সংবাদ শেয়ার করার আগে কমপক্ষে ২/৩ টি ওয়েবসাইট চেক করে নিতে হবে যে অন্য ওয়েবসাইট গুলো একই সংবাদ দিচ্ছে কিনা। তাড়াহুড়ো করে সবার আগে সংবাদ প্রচার করে নিজেকে স্মার্ট প্রমাণ করতে গিয়ে ভুল সংবাদ প্রচার করে আবার ধরা খাবেন না যেন।
- শুধুমাত্র শিরোনাম পড়ে  সংবাদ শেয়ার করতে যাবেন না। স্টোরিটা কোন সময়ের, কোন দেশের এগুলো অবশ্যই পড়ে দেখতে হবে। ভারত, নেপাল কিংবা মায়ানমারের কোন সংবাদ বাংলাদেশের ওয়েবসাইট  এমন শিরোনাম দিয়ে প্রচার করে মনে হয় বাংলাদেশেরই সংবাদ। খবরের পুরো অংশ না পরে তাই শেয়ার না করার ভালো।
- ছবি, ভিডিও ভুল ক্যাপশন দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে ইন্টারনেট জুড়ে। গুগল করে সেগুলোর সোর্স খুজে বের করে নিশ্চিত হয়ে তারপর শেয়ার করবেন।
- কারো মুখে শোনা কথা বিশ্বাস করে সেটি আবার অন্যকে বলার আগে এর সত্যতা যাচাই করে নিবেন, সেটি যে বলুক না কেন। ওয়ার্ড অব মাউথ অনেক ইম্পর্টেন্ট। এটি আপনার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে।
- কোন তথ্য কিংবা মতামত প্রচার করার আগে ভেবে নিবে কেউ যদি আপনাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে, তবে আপনার কাছে যথেষ্ট প্রমান/ যুক্তি আছে নিজেকে সঠিক প্রমাণ করার।